পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ

# পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে উদ্যানপালনের উন্নতিকরণ রূপরেখা

# পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে উদ্যানপালনের উন্নতিকরণ
# খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের এক প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলে উদ্যানপালনের প্রয়োগ ও প্রসার প্রয়োজন। যার মূল লক্ষ্য হল এই অঞ্চলে আধুনিক ও উন্নত উপায়ে ফল ও সব্জি চাষের দ্বারা এলাকার অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার উন্নতি সাধন করা।

## প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

- পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ প্রধানত উঁচু (টাঁড়) ঊষর জমিগুলিতে ফলের বাগিচা তৈরী করে ফল চাষের এলাকা বাড়ানো।
- এই এলাকায় উপযুক্ত অর্থকরী ও জলদি জাতের সব্জি চাষ করে স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা।
- এই এলাকায় মাটি ও আবহাওয়ার উপযুক্ত ফসল ও সব্জির বীজ তৈরি করে বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়া।
- উন্নত পদ্ধতিতে জৈব চাষের দ্বারা রপ্তানী উপযোগী ফসল উৎপাদন করা, মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, আধুনিক ও উন্নত উপায়ে ফসল উৎপাদন করা।
- উন্নত পদ্ধতিতে উদ্যানপালনের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষ তথা জমিহীন কৃষক বন্ধুদের কর্মসংস্থান ঘটানো, কর্ম দিবস সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা, উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও এলাকার মহিলাদের ক্ষমতায়ণ।
- সামাজিক বনায়ন, ভূমিক্ষয়, ও দূষণ নিবারণ তথা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সৌন্দর্য্যায়ণ।
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- পশুখাদ্য, জ্বালানী ও আসবাবপত্র তৈরীর উপাদান উৎপাদন করা।
- এলাকায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১৫,০০০ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

**প্রকল্পের এলাকা ঃ**
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান

## প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক

- পরিকল্পনা কাল ২০১৭–১৮ থেকে ২০২২ – ২৩।
- প্রস্তাবিত মোট খরচ ৭০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।
- পশ্চিমাঞ্চলের ছয়টি জেলার মোট ১,৮৯০ হেক্টর জমি এই প্রকল্পভুক্ত করা।

## প্রকল্পের সাধারণ কয়েকটি পদক্ষেপ

- অব্যবহৃত উঁচু (টাঁড়) জমিগুলি উদ্যানপালনের কাজে ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের উৎসাহ প্রদান।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থাপনা গঠনের সুবিধা প্রদান।
- উন্নত মানের ফলের চারা ও সব্জির বীজ বিতরণ, সুরক্ষিত চাষ ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান।
- সর্বাঙ্গীণ উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশন (MIDH), MGNREGA ও অন্যান্য গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সমন্বয় সাধন।
- কৃষি, সেচ, অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন প্রভৃতি দপ্তরের সম্মতি ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন, জেলা এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সহযোগীতায় ও উদ্যানপালন আধিকারিকগণের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ।

## প্রকল্প রূপায়ণের বিভিন্ন দিক

- প্রতি বছর জেলার তিনটি ব্লক নিয়ে, প্রতি ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০ হেক্টর করে নতুন ফলের বাগান তৈরি করা হবে। এইভাবে ২০২০–২১ সালে মোট ১৬,২০০ হেক্টর ফলের বাগান গঠনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।
- প্রতি বছর এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রতিটিতে পাঁচ হেক্টর জমিতে সব্জি চাষ করা হবে। এইভাবে ২০২০–২১ সালে মোট ২,৭০০ হেক্টর জমিতে সব্জির এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হবে।

- সুরক্ষিত চাষ পদ্ধতির মাধ্যম উচ্চ মূল্যের ফুল চাষ করা হবে। এছাড়া সব্জির বীজ উৎপাদন, মৌমাছিপালন ও ব্লক ভিত্তিক নার্সারী (চারাবাড়ি) স্থাপন করা হবে।
- সাথী ফসলের চাষ, কেঁচোসার উৎপাদন ও জৈব চাষের মাধ্যমে রপ্তানীযোগ্য ফল ও সব্জি উৎপাদন এবং বিপননের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

## প্রকল্প রূপায়ণ পদ্ধতি

- উপভোক্তা নির্বাচন।
- সেচ ব্যবস্থার সুবিধা প্রদান।
- ফলের প্রকার ও জাত নির্বাচন।
- উন্নত মানের ফলের চারা ও সব্জির বীজ বিতরণ।
- ফলের ধাত্রী বাগিচা (উন্নত ও পরীক্ষিত জাতের উৎস মাতৃ ফল গাছের বাগান) তৈরি ও নার্সারী (চারাবাড়ি) স্থাপন।
- সকল স্তরের কৃষক ও সংশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- উন্নত উপায়ে চাষ পদ্ধতি ও ফসল চয়নোত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পুরনো ফল বাগানের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও পুনর্নবীকরণ, পুনরুজ্জীবন।
- চাষের বিভিন্ন আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির প্রদর্শন।
- খরাপ্রবণ এলাকার উপযোগী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফসলের চাষ পদ্ধতির প্রচার পত্র ও পুস্তিকাদির প্রকাশ ও বিতরণ।

## খরাপ্রবণ এলাকার উপযুক্ত ফল

আম, আতা (সীতাফল), (নোনা) রামফল, আমলকী, আঙ্গুর, আমড়া, আঁশফল, আঁজির, জাম, পেয়ারা, বেল, কাজুবাদাম, কঁদবেল, কামরাঙ্গা, করমচা, কেন্দু, গাব, ডালিম, চালতা, তেঁতুল, ফলসা, লেবু জাতীয় ফল (পাতি, কাগজী, মোসাম্বী, জামির, ইত্যাদি), মহুয়া, (পেঁপে, কলা, কাঁচকলা, আনারস সাথী ফসল হিসাব) ইত্যাদি।

## খরাপ্রবণ এলাকার উপযুক্ত সব্জি

টম্যাটো, বরবটি, সীম, গুয়ার শুঁটি, বেগুন, লংকা, পটল, কুমড়ো, লাউ, শশা, চিচিংগা, কাঁকরোল, ঝিঙে, মূলো, খরিফ ও রবি পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, তরমুজ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, নটে শাক, ঢ্যাঁড়স, টক ঢ্যাঁড়স, সজিনা, বকফুল, নিম (পাতার জন্য), কারী পাতা ইত্যাদি।

**সাথী ফসল** হিসেবে ডাল জাতীয় ফসল, অল্প মেয়াদের সব্জি ও ফল, লেবু ঘাস (লেমন গ্রাস) ইত্যদি চাষ করা যাবে।

**জীবন্ত আচ্ছাদন** হিসেবে লজ্জাবতী, কলাই, অড়হর, খেসারী, সাবাই (বাবুই ঘাস) ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

**(ফল বা সব্জি চাষের আগে বীজ ও চারা শোধন আবশ্যিক)**

## পশ্চিমাঞ্চলের জেলা উদ্যানপালন কার্যালয়ের ঠিকানা

| ক্রমিক সংখ্যা | জেলার নাম | ঠিকানা | ফোন নং এবং ইমেল |
|---|---|---|---|
| ১ | বীরভূম | প্রশাসনিক ভবন, ৪র্থ তল, কক্ষ সংখ্যা ঃ ৪১৩<br>পোঃ সিউড়ি, জেলা ঃ বীরভূম, পিন কোড ঃ ৭৩ ১১০১ | ০৩৪৬২–২৫৮১১০<br>dhobirbhum@gmail.com |
| ২ | বাঁকুড়া | জেলা শাসকের কার্যালয় পরিসর। সদর ভবন।<br>পো. + জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন কোড ঃ ৭২২১০১ | ০৩২৪২–২৫২৯৮৭<br>bankuradho@gmail.com |
| ৩ | পুরুলিয়া | পুরানো জেলা পরিষদ ভবন, পো. + জেলা ঃ<br>পুরুলিয়া, পিন কোড ঃ ৭২৩১০১ | ০৩২৫২–২২৭২৪৮<br>dho_purulia@rediffmail.com |
| ৪ | পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম | জেলা পরিষদ পরিসর, পো. ঃ মেদিনীপুর<br>জেলা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড ঃ ৭২১১০১ | ০৩২২২–২৬৩৯৫৫<br>dhopaschimmedinipur@gmail.com |
| ৫ | বর্ধমান (পশ্চিম বর্ধমানের ক্ষেত্রে) | জেলা পরিষদ ভবন, কোর্ট চত্বর,<br>পো. + জেলা ঃ বর্ধমান, পিন কোড ঃ ৭১৩১০১ | ০৩৪২–২৫৫০৩৫৬<br>dhobdn@gmail.com |

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ, ময়ূখ ভবন (৫ম তল)**
**বিধান নগর সেক্টর– ১, কোলকাতা – ৭০০০৯১, থেকে প্রকাশিত।**

১০,০০০ / ২০১৭